জীবনকে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌছাতে হলে সময়ের মূল্য দিতে হবে

- লেখক মোঃ রফিকুল ইসলাম

কোন যাদুমন্ত্র বিদ্যার বলে কেউ কোটিপতি হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তি ইচ্ছে করলে জীবনে সাধনার মাধ্যমে কিছু কৌশল প্রয়োগ করে কোটিপতি হতে পারেন। আপনি হয়তো সহজেই অনেক কৌশল শিখে নিচ্ছেন। কিন্তু এই কৌশল গুলি আয়ত্ব করতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। আমি যখন চরম সংকট কাটিয়ে কিছুটা সুখের সন্ধান পাচ্ছিলাম। এরকম সময়ে কোটি কোটি হতাশাগ্রস্থ বেকার যুবক-যুবতীদের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতার কথা ভেবে লিখতে শুরু করি। এবার আসি মুলকথায়- সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। নদীর স্রোতকে বাঁধ দিয়ে আটকানো যায় বা নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু সময়কে কখনো আটকানো যায় না বা সময়ের গতিপথ পরিবর্তন করা যায় না। আমরা প্রত্যেকে কাজের চেয়ে কথাকেই বেশি প্রাধান্য দেই। সময়ের কখনই তোয়াক্কা করিনা, সময়কে কাজে লাগালে জীবনের উন্নতি সম্ভব। আলস্যে দারিদ্র আনে,পূর্ণে আনে সুখ এটাকে সবসময় নিজের মধ্যে ধারন করতে হবে। তবেই সফলতা সম্ভব। সবসময় কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে নিজের ব্যর্থতাকে তুলে ধরি এটাকে ব্যক্তি জীবন হতে পরিহার করতে হবে। ধরুন আপনি কোন ব্যবসায়িক কাজে বাইরে যাচ্ছেন। কাজটি করতে না পারলে আপনার ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে। এ রকম সময় আপনার বাড়িতে কেউ অসুস্থ্য হয়ে পড়েছে। সেহেতু আপনি নিদ্ধারিত দিনে প্রোগ্রামটি বাতিল করছে। এটিও একটি অজুহাত। অজুহাত গুলোকে সবসময় পিছনে ফেলে সময়কে কাজে লাগাতে হবে। এই মুহুর্তে যদি আপনার মৃত্যু হয় তাহলে কি পৃথিবী থেমে যাবে? এটা আপনাকে ভাবতে হবে। আমরা শুধু মাত্র মান সম্মান এর কথা ভেবে কাজকে ছোট ভাবি। যারা কাজকে ছোট ভাবে তারা কখনই উন্নতি করতে পারে না। জীবনকে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌছাতে হলে সময়ের মূল্য দিতে হবে। ধরুন একজন রিক্সা চালক অনেক কষ্ট করে এক কোটি টাকার মালিক হয়ে গেলেন। এখন কি আপনি তাকে কোটিপতি বলবেন না? ঐ রিক্সা চালক কি তার কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে জীবনকে বদলাতে পারবে না ? সুতরাং অর্থ বৃত্তের মালিক হতে হলে কাজ করতে হবে। কোন কাজেই লজ্জা করা যাবে না। আপনি যদি কোন পরিবারের কর্তা, ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে আপনার উপর নির্ভরশীল প্রত্যেক সদস্যেরই আয়ের পথ সৃষ্টি করে দিতে হবে। আপনার বাসায় একটি টিউবওয়েল আছে, প্রতিদিন টিউবওয়েলের নোংরা পানিগুলো কোন গর্ত বা ডোবায় রাখছেন, অথচও আপনি একটু চিন্তা করলেই নোংরা পানি পূর্ণ গর্ত বা ডোবাটি কাজে লাগাতে পারেন। আপনি যদি সামান্য অর্থে কিছু মাছের পোনা সংগ্রহ করে গর্ত বা ডোবায় চাষ শুরু করেন তাহলে সেখান থেকে আয়ের পথ সৃষ্টি হবে। আপনার বাসায় প্রতিদিন না হোক কোন সময় অতিথি আসবেই। সেক্ষেত্রে সাময়িক ভাবে বাজার থেকে হাঁস মুরগীর ডিম অথবা মাংস ক্রয় করে অতিথিদের আপ্যায়ন সেবা দিচ্ছেন। বাড়িতে প্রতি দিনই কোন না কোন ভাবে খাবার উদ্বৃত্ত বা নষ্ট হচ্ছে । আপনি ইচ্ছে করলে উদ্বৃত্ত বা নষ্ট খাবার গুলিও কাজে লাগাতে পারেন। যেমন হাঁস মুরগী কবুতর পালন করে। সেখান থেকে আপনার আয়ের পথও সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি দেখবেন অতিথি আপ্যায়নে মাংস ও ডিমের চাহিদা পুরন হচ্ছে এবং দু'-তিন মাস পর পর সেখান থেকে অনেক টাকা উপার্জন করছেন। বাড়িতে প্রায়ই গাছের ডাল-পালা, লতা-পাতা ঝড়িয়ে দিচ্ছেন। বাড়ির পাশে জমিতে অনেক ঘাস আপনি একটু সময় নিয়ে ছাগল পালনের

মাধ্যমে সেখান থেকেও আয়ের পথ সৃষ্টি করতে পারেন। আপনার মা আপনার বোন আপনার স্ত্রী বাড়িতে গল্প গুজব করে সময় কাটাচ্ছে। এতে বাধা দিচ্ছি না। কিন্তু গল্প গুজবের মধ্যেও তারা বাড়তি অর্থ করতে পারেন। আপনি বাজার থেকে কিছু নোংরা কাগজ কিনে নিয়ে ময়দা গুলিয়ে তাদের দিন। তারা গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ঠোংগা তৈরী করে আপনাকে দিবেন এবং আপনি ঠোংগা গুলি বাজারে বিক্রির মাধ্যমে অর্থ আয় করতেই থাকবেন। সব কিছুই নির্ভর করছে আপনার নিজের সদিচ্ছার উপর। সময়কে কাজে লাগাতে হবে। এটা আপনাকে সবসময় মনে রাখতে হবে। ব্যবসায় সফলতা পাচ্ছেন না। এজন্য সবসময় হতাশায় ডুবে আছেন। যারা হতাশায় ডুবে থাকে তারা কখনও সাফল্যের মুখ দেখে না। যেখনে আপনি পরাজিত হচ্ছেন। সেখান থেকেই অভিজ্ঞতা নিয়ে পুনরায় কাজ শুরু করুন। সাফল্য আপনার অবশ্যই আসবে। বাড়ীতে মহিলাদের সেলাই মেশিন কিনে দিয়ে তাদের আয়ের পথ সৃষ্টি সহ আপনার পরিবারের কিছুটা ব্যয় কমিয়ে আনতে পারেন। কোন না কোন সময় আশপাশের বাড়ীর লোকজনের পোশাক তৈরী করে বাড়তি আয় করতে পারে আপনার পরিবারের সদস্যরা। আপনাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে। যে কৃষক সূর্য উদয়ের পূর্বে মাঠে যায় এবং সূর্যাস্তের পর কাজ শেষ করে বাড়ী ফেরে তার জমিতে অবশ্যই সোনার ফসল ফলে। যারা শ্রম দেয় তারা কখনোই পিছনে থাকে না। কোন ব্যবসায় শুরু করছেন। ব্যবসায় সাফল্য আনতে হলে আপনাকে অবশ্যই শ্রম দিতে হবে। পরিশ্রমী কৃষকের মতো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হবে। সঠিক চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করলে কেউ বিফলে যায় না। পড়াশুনার পাশাপাশি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়ীতে বসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ডাটা এন্ট্রির কাজ করেও প্রচুর অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে ডাটা এন্ট্রির কাজ নিয়ে দেশের বেকার যুবকদের দ্বারা তা বাস্তবায়ন করছে। কম্পিউটার বিষয়ে আপনার সামান্য দক্ষতা দ্বারা আপনি এই ডাটা এন্ট্রি কাজ করার মাধ্যমে আপনার বেকারত্বের গ্লানি মুছে ফেলতে পারেন। আপনি এই কাজের দ্বারা অর্থ উপার্জনের জন্য খোঁজ নিয়ে দেখতে পারবেন যে, আপনার আশেপাশে কতিপয় ব্যক্তি এই ডাটা এন্ট্রি পেশার সঙ্গে জড়িত থেকে হাজার হাজার টাকা আয় করছে। সব কিছুতেই আপনাকেই এগিয়ে আসতে হবে। কাজকে যারা ছোট ভেবে অবহেলা করে তারা কখনোই সাফল্যের দ্বার গোড়ায় পৌঁছাতে পারে না। ধরুন আপনি বাসে করে কোথাও যাচ্ছেন এরকম মুহুর্তেও অর্থ আয় করতে পারেন। দু-চার প্যাকেট চকলেট বা চুইংগাম ক্রয় করে ঐ বাসেই চলার পথে বিক্রয়ের মাধ্যমেও অর্থ উপার্জন সম্ভব। পৃথিবীতে কেউ অর্থ, বিত্ত, টাকা কড়ি নিয়ে জন্মায় না। সব কিছুকেই অর্জন করতে হয়। আমরা প্রত্যেকেই ভোজন বিলাসী। একেক জনের নেশা একেক রকম। প্রাত্যাহিক জীবনে ব্যয়কে কমিয়ে এনে যারা অর্থ সঞ্চয় করতে পারে তারাই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারে। আপনার বাড়ীতে ৫০০ কিলোগ্রাম মাংস দিয়েই একদিনের তরকারীর চাহিদা যেখানে মেটানো সম্ভব, সেখানে ১ কেজি মাংস ক্রয়ের কি প্রয়োজন আছে? চার জোড়া সার্ট, প্যান্ট হলে আপনার বেশ চলে। সেখানে অহেতুক অর্থ খরচ করে ব্যয় বহুল সার্ট, প্যান্ট পরিধানের কারণ কি? অপব্যয়কারীকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কখনোই পছন্দ করেন না। অপব্যয়কারীরা সব সময়ই দুর্ভোগে নিমজ্জিত হয়। পৃথিবীতে প্রত্যেক জীব এর জন্য স্রষ্টা নিজেই জীবিকা নির্বাহের পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। একটি বড় পাথরের ভেতরে যে কীট-পতঙ্গ বসবাস করে তার জন্যও তিনি রাব্বুল আলামিন খাবার যোগাড় করে দেন। তাই বলে আপনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে খাবারের আশায় বসে থাকলে কখনোই খাবার আপনার সামনে আসবে না। আপনাকে খাবারের সন্ধান করতে হবে। তবেই তা আপনার নাগালের মধ্যে চলে আসবে। একদিনেই ১০০ তলা ভবন নির্মান হয় না। দীর্ঘ সময় নিয়ে অনেক শ্রমিকের কঠোর শ্রমের বিনিময়ে নির্মিত হয় ১০০ তলা ভবন। ঠিক তেমনি কেউ কোটিপতি হতে চাইলে অনেক

সাধনা ও কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়। আমরা সব সময়ই অল্প সময়েই অনেক কিছু অর্জন করতে চাই। যে গরুটি প্রতিদিন আপনাকে ৫ লিটার দুধ দিচ্ছে আবার বছর শেষে একটি বাছুর দিচ্ছে তার তেমন খোঁজ খবর রাখেন না। অথচ ঐ গরুর গোবার থেকে জ্বালানি তৈরী করছি। সার তৈরী করছি। প্রতিদিনের দুধ বিক্রির টাকায় সংসার চালাচ্ছি। সেই গরুটিই ভেজা স্যাঁত স্যাঁতে গোয়ালে ঘুমাচ্ছে। ঠিকমত খাবার পাচ্ছে না। কিন্তু আপনি প্রতিদিনই ভালমন্দ খাচ্ছেন। মশারী খাটিয়ে খাটে ঘুমাচ্ছেন। এটা কি আপনার কাছে আশা করা যায়? সুতরাং যেখান থেকে আপনার আয় হচ্ছে সেই উৎসের প্রতি প্রত্যেকেরই যত্নশীল হওয়া উচিত। আপনি পাকা বিল্ডিং ঘরে ঘুমাচ্ছেন। আপনার ছাদে পর্যাপ্ত পরিমানে জায়গা রয়েছে। খোলা উঠানে জায়গা রয়েছে। এই সকল জায়গা কাজে লাগিয়ে অনেকে প্রচুর অর্থ আয় করছে। আপনি ইচ্ছে করলে এই সকল জায়গায় ফলের বাগান করতে পারেন। আমরা সব সময় হীন মন মানসিকতায় ভুগি। প্রাচীনতম ধ্যান ধারণা ত্যাগ করে আধুনিক জ্ঞানে বিকশিত হতে হবে। এখন আর নারী পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য নেই। বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা দু'জনই নারী। দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নোবেল বিজয়ী ড. মোঃ ইউনুস, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী অর্মত্য সেন সহ আরও অসংখ্য গুনী মানুষের জীবনী পর্যালোচনা করে দেখুন তাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে কতটুকু অক্লান্ত শ্রম দিতে হয়েছে। এমনিতেই কেউ সাফল্যের মুখ দেখেন না। তা অর্জন করে নিতে হয়েছে। যে ছাত্রটি নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত করে না, পড়াশুনায় ফাঁকি দেয়। ঐ ছাত্রটি কখনোই ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে না। আবার যে ছাত্রটি নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত করে, মনোযোগ সহকারে পড়া লেখা করে ঐ ছাত্রটি বছর শেষে ভাল রেজাল্ট অর্জন করে। এ বাস্তবতাকে কেহ-ই অস্বীকার করতে পারে না। পারবেও না। হতাশাগ্রস্ত মানুষ সব সময় পরাজিত হয়। ধরুন- আপনি ছোট একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। ব্যবসায়ীক প্রয়োজনে কোন এনজিও থেকে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করেছেন। প্রতি সপ্তাহে আপনাকে কিস্তির মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করতে হয়। বৃষ্টি বাদলের কারণে আপনার ব্যবসায় তেমন অর্থ আয় হয় নাই। এরকম অবস্থায় আপনি সাপ্তাহিক কিস্তির টাকা যোগাড় করতে না পেরে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। এ অবস্থায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে টাকার সন্ধান করলে কি হবে? ধরে নিন আপনি এক সপ্তাহের কিস্তির টাকা পরিশোধ করলেন না। কিন্তু অন্য সব সপ্তাহের কিস্তির টাকা তো পরিশোধ করতে পেরেছেন। এটাই আপনার সাফল্য। কিন্তু ব্যবসা বন্ধ করে বসে থাকলে কখনোই টাকা আয় করা সম্ভব না। আপনি কি সত্যিই সাফল্য অর্জন করতে চান? তাহলে আপনাকে সর্ব প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হলো আপনাকে কতগুলো বাস্তবমুখী স্বপ্ন দেখতে হবে। আপনার এই স্বপ্ন গুলোকে শুধু মনের ভেতর আকড়িয়ে ধরে রাখলেই চলবে না। স্বপ্নগুলির বাস্তবায়ন করার জন্য আপনাকে অবশ্যই প্রথমে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যা হবে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা। পরিকল্পনাগুলোকে সর্ব প্রথম আপনার মানসিকতায় সাজাতে হবে। এর পর এগুলোর তালিকা তৈরী করে। পর্যায়ক্রমে সেগুলোর বাস্তবরুপী প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন নিজেকে জানা। আগে নিজেকে জানুন। আপনার দ্বারা কি করা সম্ভব। আপনি কোন বিষয়ে দক্ষ। আপনার দক্ষতাকে কাজে লাগান। মানসিকতাকে আপনার স্বপ্ন পূরণের বড় পুজি মনে করে স্বপ্নগুলি পূরণের লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। কেননা পৃথিবীতে যারা সাফল্য অর্জন করেছেন। তাদের সাফল্যের মুলেই রয়েছে মানসিকতা। যে ব্যক্তির মানসিকতা যত বড় সে ব্যক্তির সাফল্যও তত বড়। ধরুন, আপনি একজন এস.এস.সি পরীক্ষার্থী। আপনার সর্বোচ্চ সাফল্য কামনা করেন মা, বাবা ও শুভাকাঙ্খীরা। আপনিও চান পরীক্ষায় গৌরবময় সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করে মা, বাবা ও শুভাকাঙ্খীদের মুখ উজ্জ্বল করতে। তাই আপনার সাফল্য

অর্জনের লক্ষ্যে আপনাকে আগে থেকেই মানসিকতা স্থাপন করতে হবে পরীক্ষায় আপনি কোন গ্রেড অর্জন করতে চান? আপনি যদি আপনার মানসিকতায় স্থাপন করেন আপনার অর্জন অ+ তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, আপনি পাবেন অ গ্রেড। আর যদি আপনি আপনার মানসিকতায় স্থাপন করেন অ গ্রেড তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, আপনি পাবেন অ- গ্রেড। যদি আপনার মানসিকতায় স্থাপন করা থাকে ঈ গ্রেড তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকেন আপনি পাবেন ঋ গ্রেড। বলা চলে যে ব্যক্তির মানসিকতায় কোন বড় কিছু অর্জনের স্বপ্ন নেই। সে ব্যক্তি কোন দিনও বড় কিছু অর্জন করতে পারে না। মানুষ ঘুমের মধ্যে যা দেখে তা কখনোই স্বপ্ন নয়। কিন্তু জেগে জেগে যা কল্পনা করে তাই তার স্বপ্ন। সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে আজ অবধি মানুষ যত কিছু আবিষ্কার করেছে। তাদের প্রতিটি আবিষ্কারের পিছনে ছিল কোন না কোনভাবে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি। তাই বলে কি তারা আবিষ্কার থেকে বিরত ছিলেন? না তারা কখনোই আবিষ্কার থেকে বিরত ছিলেন না। কারণ তারা তাদের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকলে কোন দিনই তাদের আবিষ্কারের সাফল্য অর্জন সম্ভব হত না। অনেকে টাকা পয়সা অর্থকড়ি অঢেল খরচ করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেও সাফল্যের মুখ দেখেন না। প্রত্যেক মানুষের ব্যবহার আচার আচরন এবং সৌজন্য বোধ তার আয়ের পথে বিরাট ভূমিকা পালন করে। আর এই সকল বিষয়ের উপর অনেকটা সাফল্য নির্ভর করে। একজন বদ রাগী এবং নিরস ব্যবসায়ীর কাছে সহজেই গ্রাহক বা খরিদদার আসে না। নিজের মধ্যে যতই দুঃখ-বেদনা থাকুক না কেন তা কখনোই অন্যকে বুঝতে দেওয়া যাবে না। প্রত্যেকেই নিজের প্রশংসা শুনতে ভালবাসে। সব সময় হাসি মুখেই সব কিছু গ্রহণ করার মানসিকতা রাখতে হবে। ধরুন, আপনি ব্যবসায়ীক কারণে কোন বন্ধুকে বেশ কিছু টাকার মালামাল বাকীতে দিয়েছেন। এরকম সময় ঐ বন্ধুর কাছ থেকে টাকা উঠানোর চেষ্টা করছে। সেক্ষেত্রে বন্ধুটিকে রাগান্বিত হয়ে টাকা চাইলে এতে বন্ধুত্ব যেমন নষ্ট হবে তেমনি আপনি ব্যবসায়ীক ক্ষতিতে পড়বেন। আপনাকে হাসি মুখেই ঐ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে হবে। তারপর আপনার পাওনা টাকা চাইতে হবে। হয়তো বা একবার দু'বার তিনবার আপনাকে বন্ধুটি ঘুরাবে কিন্তু কোন না কোন সময় চক্ষু লজ্জায় সে আপনার টাকাটা অবশ্যই পরিশোধ করবে। আর এভাবেই আপনি সঠিক চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করলে অবশ্যই প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করবেন। (শেষ)

লেখক ঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সাংবাদিক ও কলামিষ্ট, কুড়িগ্রাম।
চিঠি পাঠানোর ঠিকানাঃ সাংবাদিক মোঃ রফিকুল ইসলাম,
কলেজ রোড, ডাকবাংলা পাড়া, কুড়িগ্রাম।